দেবী মালিনী
সানরাইজ

সানরাইজের নিবেদন

দেবী মালিনী

পরিচালনা—নীরেন লাহিড়ী

কাহিনী, চিত্রনাট্য—নিতাই ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিচালনা—রবীন চ্যাটার্জ্জী

গীতি রচনা—প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

শিল্প নির্দ্দেশন—সৌরেন সেন

চিত্রগ্রহণ—বিজয় ঘোষ

শব্দধারণ—জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদন—সন্তোষ গাঙ্গুলী

দৃশ্য-সজ্জা—সুধীর খান

নৃত্য পরিকল্পনা—অনাদিপ্রসাদ

ব্যবস্থাপনা—তারক পাল

রূপসজ্জা—বসির আমেদ

সহকারীগণ—

পরিচালনা—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
সতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণে—দিলীপ মুখোপাধ্যায়
বৈদ্যনাথ হসাক

শব্দধারণে—শৈলেন পাল
ধীরেন কুণ্ডু

সম্পাদনায়—রমেন ঘোষ

দৃশ্য সজ্জায়—জগবন্ধু সাউ

রূপ সজ্জায়—রমেশ দে, বটু গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপনায়—সুবোধ পাল

আলোক সম্পাদনায়—সুধাংশু ঘোষ
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
শম্ভু ঘোষ
অমূল্য দাস

নেপথ্য-সঙ্গীতে

কণ্ঠ: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, রবীন মজুমদার

মৃৎশিল্প—নিরঞ্জন পাল

স্থিরচিত্র—ষ্টীল ফটো সার্ভিস

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দ যন্ত্রে গৃহীত
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটোরীতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশক : **নন্দন পিকচার্স লিঃ**
৬/১, মাডান ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১৩

দেবী মালিনী

সে আজ অনেক দিনের কথা।

বৈশালী রাজ্যের চতুঃসীমা সেদিন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি নামের বন্দনায়—প্রতি হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছে সে নামে। সে নাম দেবী মালিনীর। অসামান্য রূপসী, চতুঃষষ্টি কলায় সুনিপুণা—স্বৈরিণী দেবী মালিনী। দেশের রাজা থেকে ধনী, অভিজাত, কবি, দার্শনিক—সবাই তার নাচে, গানে, রূপে আত্মহারা। দেবী মালিনী যেন বৈশালীর আকাশের চাঁদ, ফুলের সুরভি, হাসি আনন্দ—সব কিছু।

কিন্তু কে জানতো সেদিন—এই বহুবাঞ্ছিতার জীবনে ঘনিয়ে আসছে এক অপরূপ রূপান্তর—লোক থেকে লোকোত্তর এক প্রেমের মহিমায় সে একদিন হয়ে উঠবে অলোকসামান্যা ?

দেবী মালিনীর রূপ যৌবনেব বর্ণচ্ছটার অন্তরালে আর একটি খেলাও সেদিন চলছিলো বৈশালীতে।—নিগূঢ়, চক্রান্ত-কুটীল সে খেলা। রাজশক্তি ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুচ্চারিত এক প্রভুত্বের বিরোধ।

লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করতে রাজা চাইলেন দেবী মালিনীর সাহায্য—মাঠাধ্যক্ষ শ্রীজ্ঞানকে প্রলুব্ধ করো তোমার ঐ অসামান্য রূপ-যৌবনে !—যে আগ্রহে মালিনী এ আমন্ত্রণ স্বীকার করলো রাজাকে তা বিস্মিত করে। মন নিয়ে খেলা যার পেশা—নতুন বিলাসের সন্ধানেই কি তার এ উৎসাহ, না কোন গোপন জ্বালা ?

তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীজ্ঞান। পরম পণ্ডিত, রূপবান, সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ পারঙ্গম। দ্বিধাগ্রস্ত সে উগ্রতপার সামনে অপরূপ লাবণ্য-সম্ভার নিয়ে দাঁড়ায় মালিনী—'চিনতে পারো আজ আমাকে সুরেশ্বর ?'—সন্ন্যাসী উত্তর দেয়—'আমি শ্রীজ্ঞান।—'পূর্ব্ব স্মৃতি ভুললেও রূপ তো

বদলায় না!'—'লজ্জার জীবন ছেড়ে সদ্‌ধর্ম্মে দীক্ষা নাও মালিনী'—'কেন?'—'আমি তোমায় ভালবাসি মালিনী'।—'এ আমার লজ্জার নয়, গৌরবের জীবন। আমি হেঁটে যাই—পথের দুধারে আনন্দের বীজ ছড়িয়ে। আমার জন্যে যতো লোক হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে তোমার ভগবানের জন্যে তার শতাংশও নয়। আর লজ্জারই যদি হয়—তার জন্যে দায়ী কে? কে সুখের প্রলোভন দেখিয়ে উদ্যান পালকের সরলা কিশোরী কন্যার সর্ব্বস্ব হরণ করেছিল? আজ তুমি সন্ন্যাসের আবরণে আশ্রয় নিয়েছো—আমি নিয়েছি বিলাসের পথ। পৃথিবীতে যা কিছু ভালো, সৎ, উদার, মহৎ—সে সব ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেওয়াই আজ আমার ধর্ম্ম?'

বিস্মৃত প্রণয়ের সুরভিত স্মৃতি। লাবণ্যের বাণে বারবার নিষ্ঠুর আঘাত।—কিন্তু সন্ন্যাসীকে ভোলাতে গিয়ে একি হ'লো আজ তার নিজের?—'এ কোন পরশ অমৃত সরস—নয়নে এ কোন দিব্য বিভা'—পেল সে তার বদলে! আজ সে আবিষ্কার করে—তার স্বৈরিণী হৃদয়ের আকাশে অগণ্য তারার মাঝে আত্মঘাতী অভিমানের মেঘে ঢাকা একটি চাঁদও লুকিয়ে ছিল। সে চাঁদ তার প্রথম প্রেম সুরেশ্বর—আজকের সন্ন্যাসী শ্রীজ্ঞান। কি দুনিবার তার অন্তরের অনাহত আমন্ত্রণ! এ বুঝি সন্ন্যাসীর কাছে তার জয় নয়—পরাজয়।

শ্রীজ্ঞান বলেছে তাকে ভালবাসে—তার মধ্যে যে ভগবান আছেন, তার জন্যে। প্রেমের এ আশ্চর্য্য সত্যের সামনে তার সব হিসেব যেন বিভ্রান্ত হয়। মনে হয় তার এতোদিনকার সব কিছুই তুচ্ছাতিতুচ্ছ। সে যেন অন্ধকার, শ্রীজ্ঞান আলো। সে যেন আলেয়া, শ্রীজ্ঞান আশা।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার ধীরে ধীরে খুলে আসে যেন মর্ম্মের আভাষ। শ্রীজ্ঞানের ব্রতকে সে চিনতে পারে নিখিলের মঙ্গল রূপে। সে মঙ্গল শুধু কাছে টানে না—দূরেও ঠেলে। তাই অন্তর্দ্বন্দে পরাস্ত শ্রীজ্ঞান যেদিন তার কাছে আত্মনিবেদন করতে ছুটে এলো—তারই মন্ত্রের দীক্ষায় সংসার-অরণ্যে আত্মগোপন করলো বারবিলাসিনী দেবী মালিনী।

বহুবাঞ্ছিতা হ'লো অজ্ঞাতবাসিনী। নতুন পথ তার—প্রেমের পথ। সবাকার মধ্যে যে ভগবান—তাঁর সেবার। রাজা, অভিজাত, ধনী, শ্রেষ্ঠী নয়—যতো অনাথ, আতুর, রোগক্লিষ্ট আজ তার আত্মীয়। কৃচ্ছ্র তার নতুন আনন্দ বিলাস। বৈশালী নগরের বাইরে এক সদানন্দ সাধুর জীর্ণ আশ্রম ভ'রে উঠে তার নতুন রূপের মহিমায়। দিগ্‌বিদিগ থেকে আর্ত্তরা ছুটে আসে দেবী মালিনীর করুণার কথা শুনে। সুবেশ, সুপুরুষদের নয়—মালিনী আজ অসীম মমতা ভরে বুকে তুলে নেয় বিবর্জ্জিত, বিতাড়িত গলিত কুষ্ঠ রোগীদের। চপল যৌবন-গানের বদলে তার সুকণ্ঠের দেববন্দনা আজ মাতিয়ে তোলে লোককে। আবার ক্রমে দশদিক ভরে ওঠে দেবী মালিনীর জয়ধ্বনিতে—সবার মধ্যে যে ভগবান, তাঁরই আশীর্ব্বাদের মতো!

শুধু আশীর্ব্বাদ নয়—আসে তাঁর আহ্বান। মগধের রাজগুরু ছুটে আসেন এই অসামান্যা নারীর কথা শুনে। উজ্জয়িনী-তীর্থে সম্রাটের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের মন্দিরদ্বার নাকি অজ্ঞাত কারণে রুদ্ধ হয়ে গেছে। দেবাদেশ—কোন সাধ্বীর করস্পর্শ বিনা খুলবে না।

এ আমন্ত্রণে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে স্বৈরিণী দেবী মালিনী।

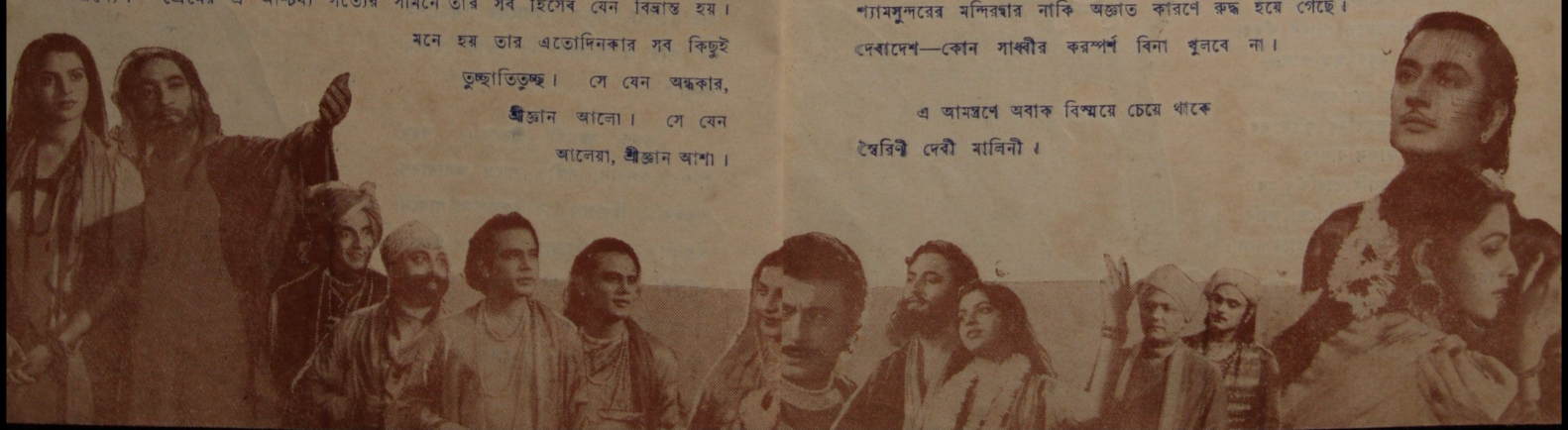

গান

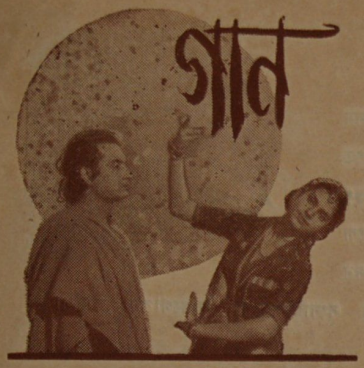

(১)

চলে চলে শুধু স্রোতের মত চলে—
চলে জীবন চলে—
চলিছে ধরণী চলে মহাকাল,
চলে ঝড়মেঘ চিরউত্তাল
চলে চলে শশীগ্রহতারা ঐ
সুদূর গগনতলে !
রাজাধিরাজ রথে চলে যায়
উড়ায়ে পথের ধুলি
তারই একপাশে চলিছে ভিখারী
হাতে ভিক্ষার ঝুলি !
তুমি চল আর আমিও চলেছি
চলি মোরা দলে দলে।
দূর হতে ঐ মুরলীর ধ্বনি
পবনে ভাসিয়া আসে
চলে মনোরমা ললিতা রমনী
অভিসার অভিলাষে
তার আঁখির কাজলে শ্যামল বঁধুর
মধুর স্বপ্ন জলে—
চলে মধুকর মন তার বলে
ফুলে মধু খুঁজে লব
এত রং ভরা ফাগুন বাসরে
আমি তার বঁধু হব
বিলনমালিকা আজি সে-তো জানি
দেবে গো পরায়ে গলে।

রচনা—গৌরীপ্রসন্ন
মজুমদার।
কণ্ঠ — সতীনাথ
মুখোপাধ্যায়।

(২)

জানি না এ মালা কার গলে পরাব—
আর মন ভরাব।
এই মধু মাসে যদি বঁধু আসে,
পায়ে তার এ মালার ফুল ঝরাব।
এতো মালা নয়, মন মোর—
দেব গো যারে সে যে রয় অলখে—
আঁখির পলকে তার স্বপ্ন ঝলকে।
একি দোলা জাগে আজ অনুরাগে
আঁখিছায় আবেশের রঙ ছড়াবো।

রচনা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
কণ্ঠ — সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

(৩)

কখন যে ফুল ফোটে প্রাণে প্রাণে
শুধু ভ্রমর জানে আর গোলাপ জানে।
মনের কথা মুখে যায় গো থেমে
আঁখির পাতা আসে আপনি নেমে
একটু ছোঁয়া কি যে আবেশ আনে
শুধু ভ্রমর জানে আর গোলাপ জানে।
বসন্ত আজ শোন বাজায় বাঁশী
একটি কথাই বলে—ভালবাসি।

প্রদীপ ডাকে আর পতঙ্গ যায়
কেউ বা জ্বলে আর কেউ বা জ্বালায়
কোন মধুর নেশায় হায় কিসের টানে
শুধু ভ্রমর জানে আর গোলাপ জানে।

রচনা—প্রণব রায়।
কণ্ঠ — সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার।

(৪)

প্রোক্তম্বং রাগ জয় জয়ন্তিকা পূর্ণা
গান্ধার নিষাদ দ্বাবপি
মৃদু মো, রে ধা চ তীব্রৌ
বাদীস্বর রিবিলসতি
পঞ্চমো হি মন্ত্রী
সোরটাঙ্গত ইহ গীয়তে নিশায়াম্ ।

— লক্ষন গীত।
কণ্ঠ—প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫)

যৌবন বসন্তে জাগো ওগো জাগো বাসন্তিকা
মালিনী মনহারিকা।
(জাগো) নৃত্যের ছন্দে লীলা বিলাসে
রক্তিম কামনার রাঙ্গা পলাশে
(জাগো) মুগ্ধ পতঙ্গের মধুর মরণ
(ওগো) দীপশিখা।
(আজ) মালঞ্চে ফুল দোল
বসন্তে হিল্লোল বাজলো।

কবির কামনা তাই
রূপ ধরে বুঝি আজ সাজ্‌লো।
(মোর) স্বপ্ন বৃন্দাবনে তুমি কি ছিলে
রূপরাধিকা !

রচনা—প্রণব রায়।
কণ্ঠ — রবীন মজুমদার।

(৬)

আমি শুধু ভাঙ্গি—জানিনা
তো গড়িতে ;
ঝড়ের আঘাতে মোর প্রেম জানে
ফুলের মত ঝরিতে।
আমি প্রলয়ের বাঁশি,
আমি মেঘের অট্টহাসি—
রাঙা কামনার বহ্নিজ্বালায় অন্তর
জানি ভরিতে।
জ্বলে পুড়ে যাক মিথ্যা মায়ার মোহ
শেষ করে দেব-এই জীবনের
যত কিছু সমারোহ!
আমি আলেয়ার হাতছানি
শুধু প্রদীপ নেভাতে জানি,
বিষভৃঙ্গারে সুধা শৃঙ্গার অধরে
জানি গো ধরিতে।

রচনা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ — সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

(৭)

(তুমি) গোকুল পতি শ্যাম
(কভু) রাঘব রাজা রাম—
তুমি যে আমার দীন দয়াল
দীন বন্ধু নাম।
মানুষের লাগি বিকশিত তব
প্রেম পদ্মদল—

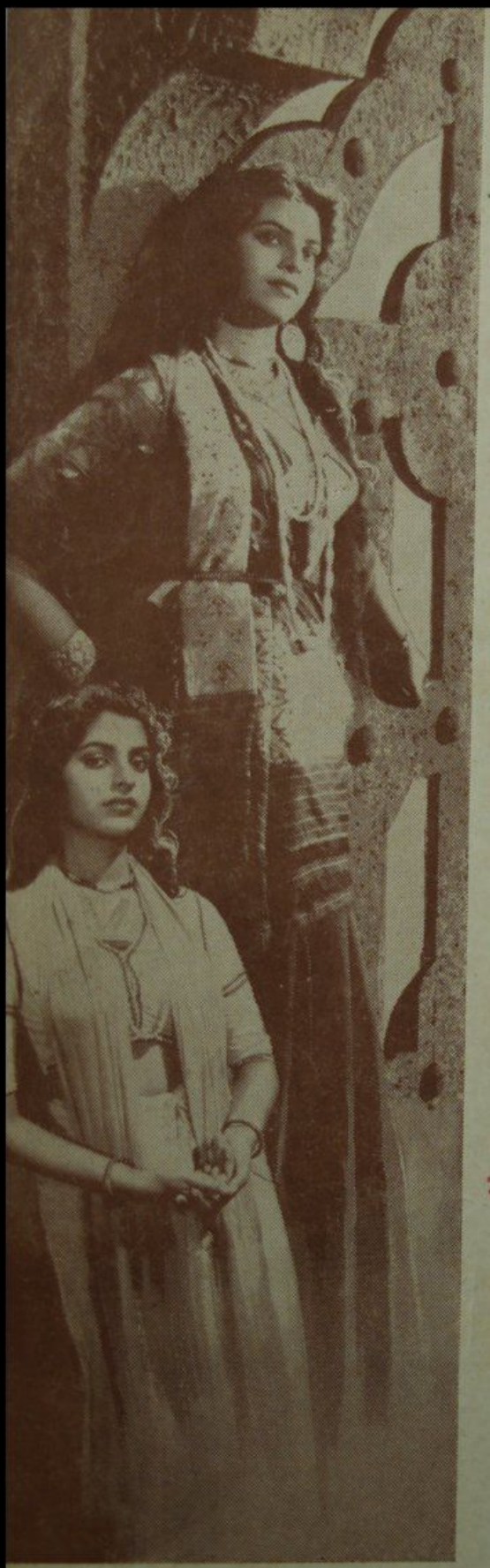

'দেবী মালিনী'র

পরমোৎসবের পর

পরবর্ত্তী নন্দন রিলিজ...

সাহেব বিবি গোলাম

বি. এন সরকার প্রোডাক সঙ্গের

বাংলার এক যুগান্তের বিরাট চিত্র-বিস্ময়!

শ্রঃ সুমিত্রা
অনুভা
উত্তম আর
বাংলার শ্রেষ্ঠ
শিল্পীরা ...

পরিচালনায় :
কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত :
রবীন চট্টোপাধ্যায়

এবং

সানরাইজ ফিল্মসের

শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

সুর : অনুপম ঘটক

শ্রঃ কাবেরী, অনুভা, নীলিমা
উত্তম, বসন্ত, ছবি

অনেক আশা এখানে জমা রাখতে পারেন.. চড়া সুদে ফেরৎ পাবেন!

নন্দন পিকচার্স লিঃ ৬/৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।